একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

The Quest for Freedom of Sachish and Indranath vs. the Friendship of Srivilas and Srikanth: In the Pens of Rabindranath and Saratchandra

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের কলমে: শচীশ ও ইন্দ্রনাথের মুক্তিরখোঁজ বনাম শ্রীবিলাস ও শ্রীকান্তের বন্ধুপ্রীতি

Name of the Author: Sutapa Ghosh

Affiliation: MA from Bengali Department, Visva-Bharati, West Bengali, India

Abstract: Two distinct yet equally influential pioneers of Bengali literature are Rabindranath Tagore and Sarat Chandra Chattopadhyay. Through their diverse literary works, they have portrayed not only simple love, social complexities, and everyday experiences, but also the intricate psychology of human character. At times this complexity is ennobled through simple and sincere friendship, while at other times it transcends conventional social structures and moves along an endless path of self-exploration.In this context, Tagore's novel 'Chaturanga' (1916) and Chattopadhyay's'Srikanta' (1917) are particularly noteworthy. The present discussion analyzes the interrelationships among four characters—Sachish, Sribilas, Indranath, and Srikanta. On the one hand there is an inward journey of self-searching, and on the other there is the offering of selfless friendship. Both Sribilas and Srikanta interpret their lives through the personalities of their beloved friends. Their sense of identity is largely shaped by the influence of Sachish and Indranath.In both cases, it can be observed that extraordinary or seemingly "eccentric" characters like Sachish and Indranath require companions such as Sribilas and Srikanta—simple and empathetic friends—to help translate their intense personalities to the ordinary world.Therefore, in the novels Chaturanga and Srikanta, the relationships between Sachish–Sribilas and Indranath–Srikanta reveal a unique psychological dimension of friendship in Bengali literature. Through an analysis of the psychological tensions, processes of self-exploration, and the depth of friendship among these four characters, this discussion attempts to understand the underlying significance of their interrelationships.

Keywords: Sachish, Indranath, Sribilas, Srikanta, Friendship, Hypnotic Attraction and Shadow Companion, Self-exploration, Individuality and sense of identity, Psychological conflict

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের কলমে: শচীশ ও ইন্দ্রনাথের মুক্তির খোঁজ বনাম শ্রীবিলাস ও শ্রীকান্তের বন্ধুপ্রীতি

সুতপা ঘোষ

বাংলা সাহিত্যের দুই মহীরুহ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।আমাদের মূল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এই দুজন লেখকের দুটি কালজয়ী উপন্যাস 'চতুরঙ্গ' ও'শ্রীকান্ত'। দুটি উপন্যাসের দৃষ্টিকোণ, প্রয়োগরীতি ,সময়ের বিন্যাস, ভাষারীতি এ সমস্ত কিছু আলাদা হলেও, উপন্যাসের কাহিনী সৃষ্টির মূলে যে উপকরণ প্রয়োজন মূলত তার রসদ জুগিয়েছেন শচীশ ও শ্রীবিলাসের এবং ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তের সম্পর্কের রহস্যময় ঐক্যবন্ধন। উপন্যাসের কথনরীতি আলাদা হলেও উপন্যাস দুটিই একজনের জবানবন্দিতে উপস্থাপিত একদিকে শ্রীবিলাস ও অন্যদিকে শ্রীকান্ত। চরিত্র দুটি আবর্তিত হয়েছে তাদের প্রিয় বন্ধুর ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে। শ্রীবিলাস তার মেধা ও জীবন শচীশের চরণে উৎসর্গ করেছেন আর শ্রীকান্তের সমগ্র জীবন ও পথ চলা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ইন্দ্রনাথের সম্মোহনী প্রভাব ও বন্ধুত্বের টানে। অন্যদিকে শচীশ ও ইন্দ্রনাথ উভয়ে নিজ নিজ কক্ষপথে মুক্তির অনুসন্ধানী। শচীশ প্রকৃত সত্য ও নিজের সত্তাকে খুঁজে চলেছে আর ইন্দ্রনাথ তার রহস্যময় ভবঘুরে জীবনে সাহসিকতার ঊর্ধ্বে এক দুর্লভ মুক্তির অন্বেষণ করেছে তাদের এই যাত্রা মূলত অন্তর্মুখী ও আত্মকেন্দ্রিক অনুসন্ধান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহুমাত্রিক মননশীল ঔপন্যাসিক। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে 'চতুরঙ্গ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ এতে আধুনিক ব্যক্তিসত্তার সংকট, মতাদর্শের সংঘাত এবং আত্মঅনুসন্ধানের গভীর প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। ১৯১৬ সালে প্রকাশিত 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটি আকারে ছোট হলেও ভাবের দিক থেকে অত্যন্ত ঘনীভূত ও দার্শনিক।রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তার মূল কেন্দ্রে ছিল মানুষ—তার স্বাধীন সত্তা,বিশ্বাস, সংশয় এবংমুক্তির আকাঙ্ক্ষা। এই উপন্যাসেতিনি ব্যক্তি ও মতাদর্শের দ্বন্দ্বকে এক মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে উপস্থাপন করেছেন।এই সময়ে ভারতীয় সমাজে ব্রাহ্মধর্ম, হিন্দু পুনর্জাগরণ, যুক্তিবাদী সংস্কারচিন্তা ইত্যাদি নানা মতাদর্শের সংঘাত চলছিল। রবীন্দ্রনাথঠাকুর সেই যুগচেতনাকে উপন্যাসে প্রতিফলিত করেছেন। ফলে 'চতুরঙ্গ' ব্যক্তিগত সংকটেরপাশাপাশি সমকালীন বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের বৌদ্ধিক অস্থিরতার প্রতিচ্ছবি ।অন্যদিকে, শরৎচন্দ্রের'শ্রীকান্ত' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও বহুল আলোচিত উপন্যাস, যা আত্মজৈবনিক সুরে রচিত এবং বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য জীবন-উপাখ্যান হিসেবে স্বীকৃত।অনেকেমনেকরেন , শ্রীকান্ত চরিত্রের জীবনবয়ানে লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। বাল্যকাল থেকে যৌবন পর্যন্ত শ্রীকান্তের জীবনযাত্রা, ভবঘুরে মানসিকতা, সমাজ ও সম্পর্কবোধ—সবকিছুতেই লেখকের নিজস্ব জীবনানুভূতির ছায়া প্রতিফলিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের ভাগলপুরের মাতুলালয়ে শৈশব-কৈশোরের দিনযাপন, শিকারপ্রবণতা, বাউণ্ডুলে জীবনযাপন এবং পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন বার্মায়অবস্থান , এসমস্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

উপন্যাসেজায়গাপেয়েছে লেখকের জীবন ও কল্পনার সম্মিলনে ।এছাড়াও বলে নেওয়া প্রয়োজন , 'শরৎ পরিচয়' গ্রন্থে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন যে ইন্দ্রনাথ চরিত্রের পেছনে লেখকের বন্ধু রাজেন্দ্র মজুমদারের প্রভাব ছিল।এছাড়াও উপন্যাসের আরও বেশ কিছু চরিত্রের ক্ষেত্রেএ তুলনা প্রযোজ্য কিন্তু সেই প্রসঙ্গঅন্যত্রআলোচিত।

আসা যাক পরবর্তী আলোচনায় ,'চতুরঙ্গ'রশচীশ ও 'শ্রীকান্ত'র ইন্দ্রনাথের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য এবং শ্রীবিলাস ও শ্রীকান্তের নিঃস্বার্থ বন্ধুপ্রীতি ,অনুসরণকারী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেররূপায়ণে ।এই চার চরিত্রের বৈপরীত্য ও সামঞ্জস্য নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

শচীশ ও ইন্দ্রনাথ: দুর্জ্ঞেয় আত্মানুসন্ধানী এই দুই চরিত্রই নিজব্যক্তিত্বেঅন্যদেরকাছেদৃষ্টান্তস্বরূপ ।তারা তাদের বন্ধুদের (শ্রীবিলাস ও শ্রীকান্ত) কাছে এক রহস্যময় আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।রবীন্দ্রনাথের শচীশ অনন্যতারসত্যের সন্ধানে। সে যুক্তিবাদ থেকে বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্ব, আবার সেখান থেকে এক নিরাসক্ত আধ্যাত্মিকতায় উপনীত হয়। তার আত্মানুসন্ধান অত্যন্ত দার্শনিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সে নিজের ভেতরেই নিজে দগ্ধ হয়, যেখানে বন্ধু শ্রীবিলাস একজন দর্শক এবং সঙ্গী।অন্যদিকে , শরৎচন্দ্রের ইন্দ্রনাথ অকুতোভয়, নিয়ম ভাঙা এক কিশোর। তার আত্মানুসন্ধান কোনো পুঁথিগত দর্শন নয়, বরং সমাজের শৃঙ্খলতারবাইরেএকরহস্যময় পথিক, সে শ্রীকান্তের জীবনে আসেবর্ষেরশেষরাত্রিরআকস্মিকঝড়েরমত ,পরেরদিনসেইবর্ষেযাকেআরদেখাযায়নাকিন্তুতারছাপ রয়েযায়ছায়াসঙ্গীরূপে।

শচীশ উপন্যাসের কেন্দ্রস্থলে অবস্থানকারী এক জটিল ও বিবর্তনশীল চরিত্র।জ্যাঠামশায়ের প্রভাবে শচীশ প্রথমে এক তীব্র যুক্তিবাদী ও নাস্তিক সত্তায় গড়ে ওঠে। ধর্মীয় কুসংস্কার, আচারানুশাসন এবং সামাজিক ভণ্ডামির বিরুদ্ধেসে প্রতিবাদী। তার বৌদ্ধিক অহং ও আত্মবিশ্বাস প্রবল। সে যুক্তিকে একমাত্র সত্যের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করে।কিন্তু এই যুক্তিবাদ একরৈখিক নয়; এর অন্তরে রয়েছে অস্তিত্বগত অস্থিরতা। যুক্তির চরমতা তাকে এক ধরনের মানসিক নিঃসঙ্গতার দিকে ঠেলে দেয়।পরবর্তীকালে লীলানন্দ স্বামীর প্রভাবে শচীশ ভক্তিমার্গে আকৃষ্ট হয়। যুক্তির পরিবর্তে অনুভূতি, আত্মসমর্পণ ও ঈশ্বরবিশ্বাস তার চেতনায় স্থান করে নেয়। এই রূপান্তর আকস্মিক হলেও সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক নয়; বরং পূর্ববর্তী যুক্তিবাদের সীমাবদ্ধতা থেকেই তার জন্ম।যুক্তির পরিত্যাগ তার কাছে মুক্তি নয়, বরং আরেক চরমপন্থায় আত্মসমর্পণ।এইধরনেরব্যক্তিসত্তার স্বরূপ উদঘাটন প্রসঙ্গে ফর্স্টার বলেছেন - "to reveal the hidden life at its source"১শেষপর্যন্ত শচীশ ব্যক্তি-সম্পর্ক ও সামাজিক বন্ধন অতিক্রম করে একাকী আত্মসন্ধানের পথে অগ্রসর হয়। সে কোনো নির্দিষ্ট মতবাদে স্থির থাকে না; বরং চরম আদর্শের সন্ধানে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে। এই বিচ্ছিন্নতা তার আত্মার পরিণতি যেমন, তেমনি ট্র্যাজিক পরিসমাপ্তিও।শ্রীবিলাস শচীশের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ অনুভব করেন।শ্রীবিলাসপ্রথমেইজানান"শচীশকে যখন দেখিলামযেন তার অন্তরাত্মাকেদেখিতে পাইলামবা "২।পরবর্তীতে শচীশের বৌদ্ধিক দীপ্তি এবং আদর্শবাদ

তাকে মুগ্ধ করে। এক অর্থে শচীশ তাঁর নায়ক।শচীশ যেখানে চরম সত্যের সন্ধানে আত্মবিসর্জনে প্রস্তুত, শ্রীবিলাস সেখানে মানবিক সম্পর্ক ও সামাজিক দায়িত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন।এই দ্বৈততা কেবল ব্যক্তিগত নয়; এটি উপন্যাসের দার্শনিক কাঠামোর কেন্দ্রীয় অক্ষ। শচীশ চরম আত্মনিবেদনেরপ্রতীক, আর শ্রীবিলাস মানবিক সংযমের।শচীশের জীবনের কাহিনি শ্রীবিলাসের বর্ণনায় পূর্ণতা পায়। কিন্তু শচীশ নিজে ক্রমে সকল সম্পর্ককেদূরেথেকেদেই যারফলে তাঁদের সম্পর্ক একদিকে গভীর, অন্যদিকে দূরত্বময়।

শ্রীবিলাস শচীশকে অনুসরণ করেন আবারকখনোকখনোকরেননা এই টানাপোড়েনই তাঁদের সম্পর্কের অন্তর্নিহিত নাটকীয়তা, শ্রীবিলাসেরবক্তব্যেইতাআরও স্পষ্টহয় “ কোনোকথানাবলিয়াশচীশেরমুখেরদিকেচাহিয়ারহিলাম।তখনোদেখিলামমুখেসেইজ্যোতি, যেনঅন্তরেরমধ্যেপূজারপ্রদীপজ্বলিতেছে”৩।যেখানেজয়ীনিঃস্বার্থবন্ধুপ্রেম।শ্রীবিলাসেরশচীশের প্রতিভালোবাসারগভীরতাআরও স্পষ্টহয়যখনসেওলীলানন্দস্বামীরদলে ভেসেযায় ।সেবলে – “ বুঝিলাম, তর্কের কর্ম নয়।কিন্তু শচীশকে ছাড়িয়া যাওয়া আমার সাধ্য ছিল না ; শচীশের টানে এই দলের স্রোতে আমিও গ্রাম হইতে গ্রামে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলাম ।ক্রমে ক্রমে নেশায় আমাকেও পাইল ; আমিও সবাইকে বুকে জড়াইয়া ধরিলাম , অশ্রুবর্ষণ করিলাম, গুরুর পা টিপিয়া দিতে লাগিলাম , এবংএকদিন হঠাৎ কি এক আবেশে শচীশের এমন একটি অলৌকিক রূপ দেখিতে পাইলামযাহা বিশেষ কোনো একজন দেবতাতেই সম্ভব ”৪।শচীশ ও শ্রীবিলাসের দ্বৈততার মধ্য দিয়ে উপন্যাস ব্যক্তি বনাম সমাজ, যুক্তি বনাম ভক্তি, আদর্শ বনাম বাস্তবতার সংঘাতকে রূপায়িত করেছে।

অন্যদিকে, ইন্দ্রনাথচরিত্রের মানবীয়আচরণ , প্রতিকূলতারবিরুদ্ধেসংযমী দুঃসাহসীকতাকেআমরা দেখি শ্রীকান্তের আবেগ ও শ্রদ্ধার আলোয়। শ্মশানে রাত্রিযাপন, বিপদের মুখোমুখি দাঁড়ানো, সমাজের ভীতি ও কুসংস্কারকে উপেক্ষা করা, এই দুঃসাহস কেবল বাহ্যিক নয়; এটি মানসিক স্বাধীনতার প্রতীক। তিনি সমাজের আরোপিত ভয় ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন।ইন্দ্রনাথের চরিত্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তাঁর মানবিকতা। অন্নদাদিদির প্রতি তাঁর সহমর্মিতা, সমাজচ্যুত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা, দুর্বলের রক্ষকসুলভ আচরণ— এসব তাঁর চরিত্রকে গভীরতা দিয়েছে।এই মানবিক গুণতাঁকে নৈতিক শক্তির প্রতীক করে তোলে।শ্রীকান্তের জীবনে ইন্দ্রনাথের ভূমিকা অনুঘটকের মতো।তিনি শ্রীকান্তকে ভয়জয়করারমন্ত্রদিয়েসামাজিক বিধিনিষেধের বিরুদ্ধেপ্রশ্ন তুলতে অনুপ্রাণিত করেন।কিন্তুএক্ষেত্রেওইন্দ্রনাথেরসহমর্মিতারহ্রাসহয়ে জয়ীহয়শ্রীকান্তেরনিখাঁদ ভালোবাসা,ইন্দ্রনাথতাকে ‘অপয়া’ বলেদূরেঠেলেদেওয়ারপরওশ্রীকান্ততারএকবারেরডাকেইসমস্তঅবলীলায়ভুলেযেতেপারে।ইন্দ্রনাথ যেন শ্রীকান্তের জীবনের এক উজ্জ্বল অধ্যায়, যা স্মৃতিতে চিরস্থায়ী।তাঁর আকস্মিক অন্তর্ধান তাঁকে আরও রহস্যময় করে তোলে। শ্রীকান্ত অনুভব করে ইন্দ্রনাথ ভগবানের সৃষ্টির ভান্ডারে দুর্লভ “বড় ব্যথায় আমার এই অসহিষ্ণু মন আজ

বারংবার এই প্রশ্নই করিতেছে- ভগবান! টাকাকড়ি,ধন-দৌলত, বিদ্যাবুদ্ধি ঢের তো তোমার অফুরন্ত ভান্ডার হইতে দিতেছ দেখিতেছি, কিন্তু এত বড় একটা মহাপ্রাণ আজ পর্যন্ত তুমিই বা কয়টা দিতে পারিলে?" ।৫

শ্রীবিলাস ও শ্রীকান্ত :এই দুজন মূলত 'কথক' বা পর্যবেক্ষক। তাঁরা তাঁদের বন্ধুদের ছায়ায় থেকেও নিজেদের অনন্য করে তুলেছেন তাঁদের ভালোবাসার গভীরতায় , নিজেদেরভাবনায়,ভক্তিতে,ভালোবাসায়বাঁচিয়ে রেখেছেনবন্ধুরপ্রতিভালোবাসাওসম্মান।শচীশের প্রতি শ্রীবিলাসের টান ছিল আত্মত্যাগের। সে শচীশের আদর্শকে ভালোবেসে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে, এমনকি শচীশের ফেলে আসা পথগুলোকেও আগলে রেখেছে। অন্যদিকে, ইন্দ্রনাথের প্রতি শ্রীকান্তের টান ছিল অনেকটা বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধার।সে বিস্ময় আমরা শ্রীকান্তের কথাতেইজানতেপারি-- "ওই লোকটি কি! মানুষ? দেবতা? পিশাচ? কেও?"৬।শ্রীকান্তের চোখে ইন্দ্রনাথ হলো সেই 'হ্যামেলিনের বাঁশিওয়ালা', যার পিছে না গিয়ে উপায় নেই ।এ প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন "শ্রীকান্তের বাল্য-জীবনে যে পথ দিয়া তাহার জীবনে নূতন অভিজ্ঞতা ও দুঃসাহসিকতার উন্মত্ত স্রোতোবেগ প্রবেশ-লাভ করিয়াছে তাহা ইন্দ্রনাথের সাহচর্য "৭।শ্রীবিলাসচরিত্রওঅনেকাংশে শচীশকে কেন্দ্র করেইঅর্থাৎ তাঁর সত্তাওযেন শচীশের চারপাশে আবর্তিত।শচীশের বৌদ্ধিক দীপ্তি তাঁকে মুগ্ধ করেঅন্যদিকেসাহসী মতপ্রকাশ তাঁকে আকর্ষণ করে।শচীশের ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই তিনি প্রথম জীবনে মতাদর্শ গঠন করেন।এই অবস্থায় শ্রীবিলাস কিছুটা অনুসারীসুলভ। তিনি শচীশের মধ্যে এমন এক শক্তি উপলব্ধি করেন, যা তাঁকে নিজের সীমাবদ্ধতার বোধ জাগ্রতকরে।তাইহয়তোতিনি শচীশের যুক্তিকে সম্মান করলেও মানবিক সম্পর্ক ও আবেগকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারেন না।এখানেই তাঁদের পার্থক্য সূচিতশচীশ চরম সত্যের অনুসন্ধানীশ্রীবিলাস মানবিক ভারসাম্যের সন্ধানী।লীলানন্দের প্রভাবে শচীশ যখন ভক্তিমার্গে আকৃষ্ট হন, তখন তাঁর দ্রুতরূপান্তরও আধ্যাত্মিকতাযরযেসমর্পণএই পরিবর্তন শ্রীবিলাসকে বিস্মিত করে।শচীশের চরিত্রে চরমতা ও আত্মবিচ্ছিন্নতাপ্রবল। তিনি ক্রমশ সকল সম্পর্ক থেকে সরে যানঅন্যদিকে শ্রীবিলাসসম্পর্ককে মূল্য দেনএই বৈপরীত্যই উপন্যাসের দার্শনিক মেরুদণ্ড।শচীশ যদি আদর্শের আগুন হন, তবে শ্রীবিলাস সেই আগুনের আলো—উষ্ণ, কিন্তু নিয়ন্ত্রিত।শ্রীবিলাসের মানসিক পরিণতিশচীশের সান্নিধ্যে । তিনি বুঝতে পারেনচরম আদর্শের পথ সকলের জন্য নয়।এই উপলব্ধির মধ্য দিয়েই শ্রীবিলাস এক পরিণত সত্তায় রূপান্তরিত হন।

অন্যদিকে, শ্রীকান্তচরিত্রটিওশ্রীবিলাসেরমতোইঅনুসরণসুলভ। ইন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমাদের যাবতীয় ধারণা শ্রীকান্তের স্মৃতির মধ্য দিয়েই নির্মিত।ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তের কাছে নায়কসুলভ।সেই নায়কোচিত উপস্থিতির আলোয় শ্রীকান্ত নিজের দুর্বলতা ও বিকাশকে মূল্যায়ন করেন।অতএব, শ্রীকান্তও ইন্দ্রনাথের বিপরীতে দাঁড়িয়ে নিজেকে চিনতে শেখে।আত্মগঠনের সূচনায়শ্রীকান্ত ধীরে ধীরে ভয়কে জয় করতে শেখেন।ইন্দ্রনাথের প্রেক্ষিতে শ্রীকান্ত উপলব্ধি করেন, জীবনের আসল শিক্ষা বই থেকে নয়, অভিজ্ঞতা থেকে আসে।ইন্দ্রনাথের সমাজের প্রচলিত সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে যেঅবস্থানসেই মনোভাব শ্রীকান্তের চেতনায় প্রশ্ন তোলার শক্তি জাগ্রত

করে।ইন্দ্রযখনমৃতশিশুটিকেনৌকায়তুলেশ্রীকান্তকে অবলীলায়বলে " মড়ার কিজাতথাকেরে?"৮একথাসেসময়কজনইবাবলতেপারে।তাইপরবর্তীতেশ্রীকান্তবলে – " ইন্দ্র ওই বয়সে নিজের অন্তরের মধ্যে যে সত্যটির সাক্ষাৎ পাইয়াছিল অত বড় বড় সমাজপতিরা অতটা প্রাচীন বয়স পর্যন্ত তাহার কোন তত্বই পান নাই "৯।ফলে শ্রীকান্তইন্দ্রনাথকেদেখেছেআবেগপ্রবণআত্মবিশ্লেষণীশক্তিরদ্বারা ।ফলতশ্রীকান্ত অভিজ্ঞতার ধারক, স্মৃতির নির্মাতাওজীবনের সাক্ষী।ইন্দ্রনাথের ক্ষণস্থায়ী উপস্থিতি শ্রীকান্তের জীবনে এক স্থায়ী ছাপ রেখে যায়। সেই স্মৃতিই পরবর্তীকালে তাঁর জীবনদর্শনের ভিত্তি গঠন
করে।এখানেওসার্থকহয়শ্রীকান্তেরজয়গানবন্ধুত্বেরসুরে।

পারস্পরিকসম্পর্কেরমূল্যায়ন – শচীশ, শ্রীবিলাস, ইন্দ্রনাথ এবং শ্রীকান্ত—পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে মানবচরিত্রের বিভিন্ন দিককে প্রকাশ করেছে। তবে তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে শচীশ-শ্রীবিলাসের সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত শ্রীবিলাসেরআত্মত্যাগ মানবিক ও পরিণত চরিত্র হিসেবে প্রতিভাত হয় এবং ইন্দ্রনাথ-শ্রীকান্তের সম্পর্কে শ্রীকান্তই অধিক বিস্তৃত ও গভীর জীবনদর্শনের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে। শচীশ ও শ্রীবিলাসের সম্পর্ক প্রথমে গুরু-শিষ্য বা নেতা-অনুসারীর মতো মনে হলেও কাহিনির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই সম্পর্কের ভিতরকার জটিলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শচীশমুক্তিরচাহিদায় বাস্তব জীবনের মানবিক সম্পর্ককে অনেক সময় উপেক্ষা করেছে ,তার জীবনের লক্ষ্য হয়ে ওঠেছে বিমূর্ত সত্যের সন্ধান।শচীশ যেখানে আদর্শের কঠোরতায় মানবিক সম্পর্ককে বিসর্জন দেয়, সেখানে শ্রীবিলাস মানবিকতার মাধ্যমে সেই অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণতা দেয়। ফলে শচীশের তাত্ত্বিক মহত্ত্বের তুলনায় শ্রীবিলাসই অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ শচীশ চিন্তার উচ্চতায় মহান হলেও জীবনযাপনের ক্ষেত্রে শ্রীবিলাসই অধিক পরিণত ও বৃহত্তর চরিত্র হিসেবে প্রতিভাত হয়।একইভাবে শ্রীকান্ত উপন্যাসে ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে প্রথমদিকে ইন্দ্রনাথই অধিক শক্তিশালী ও আকর্ষণীয় চরিত্র বলে মনে হলেও ইন্দ্রনাথের ভূমিকা মূলত অনুপ্রেরণার। সে শ্রীকান্তের জীবনে একটি মুহূর্তের জন্য প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে জীবনকে ধারণ করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তার মধ্যে নেইকিন্তুশ্রীকান্ত বয়েনিয়েচলে। ইন্দ্রনাথ এক ঝলকের মতো এসে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। বিপরীতে শ্রীকান্তের চরিত্র ধীরে ধীরে বিকশিত হয় এবং তার অভিজ্ঞতার বিস্তার অনেক বৃহৎ হয়ে ওঠে। শ্রীকান্ত কেবল ইন্দ্রনাথের সাহসিকতার দ্বারা প্রভাবিত হয় নাবরংতারচারিত্রিকমহতান্বিত মানবিকতার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এক গভীর জীবনবোধ অর্জন করে।

অতএব তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় যে , শচীশের তাত্ত্বিক আদর্শের বিপরীতে শ্রীবিলাসের ভক্তি অধিক তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, আর ইন্দ্রনাথের দুঃসাহসিক ব্যক্তিত্বের বিপরীতে শ্রীকান্তের শ্রদ্ধাজীবনানুভবে গভীর হয়ে ওঠে। এইভাবে বলা যায় যে বন্ধুত্বের সম্পর্কের মধ্য দিয়েই দুটি উপন্যাসে শ্রীবিলাস এবং শ্রীকান্ত—এই দুই চরিত্র শেষ পর্যন্ত অধিক বৃহৎ ও পরিণত মানবিক সত্তার প্রতিনিধিত্ব করে।

পরিশেষেবলাযায়, শচীশ ও শ্রীবিলাস এবং ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত—এই দুই জোড়া চরিত্রের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শচীশ ও শ্রীবিলাসের সম্পর্কে শ্রীবিলাসের নিঃস্বার্থ বন্ধুপ্রীতি এবং ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তের সম্পর্কে শ্রীকান্তের আন্তরিক বন্ধুত্ব শেষ পর্যন্ত বিশেষভাবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীবিলাস ও শ্রীকান্তের মধ্যে এক আশ্চর্য মিল দেখা যায়—দুজনেই বন্ধুকে হৃদয়ের গভীরে ধারণ করে এবংসারাজীবন এক ছায়াসঙ্গীর মতো তার স্মৃতি বহন করে চলে।অন্যদিকে শচীশ ও ইন্দ্রনাথ উভয়েই মুক্তির সন্ধানী চরিত্র—কেউ আত্মানুসন্ধানের পথে, কেউ স্বাধীন জীবনের আকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু তাদের পাশে থাকা শ্রীবিলাস ও শ্রীকান্ত বন্ধুত্বের বন্ধনকে হৃদয়ে ধারণ করে রাখে। বাংলা সাহিত্যে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ , প্রেম ভক্তির দৃষ্টান্ত বিরল নয় ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসেও যেমন দামিনী চরিত্রটি রয়েছে।বিষ্ণুদেযেইদামিনীকে নিয়ে কবিতা লেখেন “ ...আমারও মেটেনাসাধ , তোমার সমুদ্রে যেন মরি ”১০-এইলাইনেরমধ্যেবর্তমান পাঠিকা হিসেবেআজশুধুদামিনীকেইখুঁজেপাওয়াযায়নাবরং শ্রীবিলাসের শচীশের প্রতি ও শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথের প্রতিভক্তিপ্রীতিওমিলেমিশে একাকার হয়ে যেতেদেখেযায় ।এইভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর দুই ভিন্ন উপন্যাসে বন্ধুত্বের যে চিত্র ফুটে উঠেছে, সেখানে শ্রীবিলাস ও শ্রীকান্তের চরিত্র বাংলা সাহিত্যে নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বের এক অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে রয়েগেছে।

তথ্যসূত্র–

১. E.M forster, Aspects of the novel, penguin 1963, p. 53
২. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, চতুরঙ্গ,বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, বৈশাখ ১৩২৩ ,পৃ-৭
৩. তদেব, পৃ-১০
৪. তদেব, পৃ-৪৫
৫. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, শরৎ রচনাবলী১,প্রকাশ২০০৯, পৃ- ৩৮৪
৬. তদেব, পৃ-৩৮৩
৭.বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,পৃ- ২৬০
৮. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, শরৎ রচনাবলী ১, প্রকাশ ২০০৯, পৃ- ৩৮৯
৯. তদেব; পৃ- ৩৯০
১০. দে বিষ্ণু, বিষ্ণু দে’র শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রথম দে’জ সংস্করণ ১৯৯১, পৃ-১৬৬